বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 13, Issue 01, 2022

বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ-২০২১

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাত এখন সারা বিশ্বের বিস্ময়। আর প্রাণিসম্পদ খাতের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পরে তিনি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেন, যার সুফল আমরা আজকে পাচ্ছি। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে 'বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ-২০২১' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৭/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয় সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির উদ্বোধন কালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী একথা বলেন।

এসময় মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন গবেষণায়। গবেষণার মাঝেই রয়েছে সৃষ্টির উল্লাস। আমাদের নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হবে, পুরাতন সৃষ্টিসমূহকে নতুনভাবে উন্নত করে তুলতে হবে। গবেষণা কাজে সাফল্য দেখাতে হবে। করোনা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের অর্থনীতির গতি, গবেষণার গতি, প্রশাসনিক কাজের গতি অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম ফেরদৌস আলম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলেন, গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের গবেষণাসমূহের কার্যকারিতা থাকতে হবে, যতে করে গবেষণা আরও বেশি করে দেশের কাজে আসে। সরকার গবেষণায় উৎসাহ দিচ্ছে, নানা ধরনের ফেলোশিপের ব্যবস্থা করছে। ইতোমধ্যেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা ইতোপূর্বে যে গতিতে কাজ করতাম, তার চেয়েও বেশি গতিতে কাজ করতে হবে। একই সাথে আমাদের নিজেদের এবং দেশের ব্র্যান্ডিংয়ের কথাও মাথায় রাখতে হবে, উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের সাথে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত করতে হবে। এসময় তিনি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কর্মদক্ষতার প্রশংসাও করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, বিএলআরআই বর্তমান সরকারের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ৯১টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে, যা দেশের তরুণ উদ্যোক্তা ও সাধারণ খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সর্বোপরি দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও নতুন দিনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় বিএলআরআই ভবিষ্যতে আরও বেগবান হয়ে কাজ করে যাবে। একই সাথে কর্মশালায় উপস্থিত হওয়া সকল অতিথিকে এবং কর্মশালা আয়োজনের সাথে জড়িত সকলকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এর আগে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এর পর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং কর্মশালার সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন বিএলআরআই এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুঃ দাঃ) ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. জিল্লুর রহমান।

করোনা পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উক্ত আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষক, প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের প্রতিনিধি, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম হতে আগত প্রতিনিধি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি একযোগে

বিএলআরআই-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ, ফেসবুক গ্রুপ এবং ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় কারিগরি সেশন। এবারের কর্মশালায় পাঁচটি সেশনে সর্বমোট ২৮ (আটাশ) টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে প্রথম দিনে "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস" শীর্ষক প্রথম সেশনে ০৭ (সাত) টি এবং "ফিডস, ফডার অ্যান্ড নিউট্রিশন" শীর্ষক দ্বিতীয় সেশনে ০৭ (সাত) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। আর ২৮/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ দ্বিতীয় দিনে "বায়োটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স" শীর্ষক তৃতীয় সেশনে ০৭ (সাত) টি, "অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ডিজিজ অ্যান্ড হেল্‌থ" শীর্ষক চতুর্থ সেশনে ০৪ (চার) টি এবং "সোশিওইকোনোমিকস অ্যান্ড ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ" শীর্ষক পঞ্চম ও সর্বশেষ সেশনে ০৩ (তিন) টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে প্রতিটি সেশনে নিয়মিত সভাপতি ও সহ-সভাপতি, অংশগ্রহণকারী, পর্যালোচনাকারীদের পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমেও অংশগ্রহণকারী ও পর্যালোচনাকারীদের জুমের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনার পাশাপাশি কর্মশালায় বিভিন্ন গবেষণার উপর মোট ৩৪ (চৌত্রিশ) টি পোস্টারও প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে 'বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ-২০২১' এর সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৮/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ বিএলআরআই এর মূল কার্যালয় সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাটির সমাপনী ঘোষণা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব সুবোল বোস মনি।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ও একুশে পদক বিজয়ী ড. জাহাঙ্গীর আলম খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার ও ড. নাথু রাম সরকার। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুইদিনব্যাপী চলা এই কর্মশালায় অংশ নেওয়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব সুবোল বোস মনি বলেন, বর্তমানে কৃষির কেবল অভ্যন্তরীণ বাজার বিদ্যমান। আমাদের কৃষির বৈদেশিক বাজার তৈরি করতে হবে। বিজ্ঞানীদের কেবল ২০৩০ বা ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা মাথায় নিয়ে কাজ করলে হবে না, নিজেদের সময়কে অতিক্রম করে ভাবতে হবে। সকল বিজ্ঞানী একই রকমভাবে ভাবলে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে না। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন চাকুরি জীবনের শেষে এই বেদনায় ভুগতে না হয় যে এই জাতিকে আরও অনেক কিছু দেবার ছিলো।

সভাপতির বক্তব্যে ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমাদের এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে যেনো তা দেশের প্রান্তিক খামারিদের প্রয়োজনে লাগে। একই সাথে তরুণ ও আধুনিক খামারিদের চাহিদা বিবেচনায় নিয়েও আমাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। আগামী দিনের গবেষণা প্রকল্পসমূহকে ঢেলে সাজানো হবে, যেন তা টার্গেট পূরণে সহায়তা করে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তা নেওয়া হবে। দুইটি প্রতিষ্ঠান এক হয়ে কাজ করলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দুই দিনব্যাপী চলমান এই কর্মশালায় মৌখিক উপস্থাপনা ও পোস্টার উপস্থাপনার মাধ্যমে উপস্থাপিত সেরা গবেষণা প্রকল্পসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিএলআরআই এর পরিচালনা বোর্ডের ৪৪ তম সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩ মার্চ-২০২২ বৃহস্পতিবার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর পরিচালনা বোর্ডের ৪৪ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি।

এসময় গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বে দেশের প্রশংসাসূচক অবস্থান সৃষ্টির আহবান জানিয়ে মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে উৎপাদিত সামগ্রী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে সংযুক্ত করে নামকরণ করতে হবে। তা না হলে গবেষণার ফলাফল, কৃতিত্ব কিছুই আমাদের নামে থাকবে না। বিএলআরআই এর বিজ্ঞানী ও গবেষকদের উদ্দেশ্যে এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন, গতানুগতিক গবেষণা নয়, গবেষণা হতে হবে নতুনত্বকে সামনে নিয়ে আসার জন্য। গবেষণার গতি স্তিমিত হতে পারবে না। দেশের উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে বিএলআরআই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় সনাতনী পদ্ধতি বদলে ফেলে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি সন্নিবেশ করে। গবেষণার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করতে হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বিএলআরআই এর পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মোছাঃ শামীমা আক্তার খানম এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য ও বোর্ড সদস্য শরিফা খান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বোর্ড সদস্য ড. লুৎফুল হাসান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও বোর্ড সদস্য ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বোর্ড সদস্য ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা, বিএলআরআই এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ও বোর্ড সদস্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম খান, প্যারাগন গ্রুপ লিমিটেডের পরিচালক ও বোর্ড সদস্য ইয়াসমিন রহমান, বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বোর্ড সদস্য ড. মো. জিল্লুর রহমান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুবোল বোস মনি ও এস এম ফেরদৌস আলম সভায় যোগদান করেন।

উক্ত সভায় বিএলআরআই এর সম্পাদিত কার্যসমূহ সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সচিব এবং বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

বিএলআরআইতে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত

বঙ্গবন্ধুর কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেলে আমরা ইতোমধ্যেই উন্নত দেশ হয়ে উঠতাম। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু যেভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের হাল ধরেছেন, যেভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন তা সত্যিই ছিলো অনন্য। তিনি দেশের কৃষির উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে, পুষ্টির চাহিদা পূরণে কাজ করতে হবে। বর্তমান সময়েও যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম দৃশ্যমান, তার অধিকাংশই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ফসল।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিএলআরআই-এ অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আলোকচিত্র গ্যালারি পরিদর্শনকালে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন উক্ত মন্তব্য করেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক সেই ৭ মার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিলো সারা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ, যার স্বীকৃতি ইতোমধ্যেই ইউনেস্কো দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এমনই প্রভাব ফেলেছিলো যে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও হাজার হাজার বাঙালি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালীন নিজের পরিবারের অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মত্যাগ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস চর্চা করতে হবে। এখনও যারা নানাভাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ায়, উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে তাদের প্রতিহত করতে হবে, তাদের কথার প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা গবেষকরা যে যেখানে আছি, আমাদের যতটুকু সক্ষমতা আছে তা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ও দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে।

এর আগে সকাল ৯.৩০ ঘটিকার সময় বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে স্থাপিত অস্থায়ী বেদিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপনের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা, (রু.দা.) বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখাপ্রধানসহ ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

এরপর মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে বিএলআরআই-এ অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আলোকচিত্র গ্যালারি পরিদর্শন করেন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। দিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিলো বিএলআরআই-এর প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে আলোকসজ্জাকরণ, বিএলআরআই-এর প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার, বিএলআরআই-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পোষ্যদের জন্য বঙ্গবন্ধু আলোকচিত্র গ্যালারি উন্মুক্তকরণ প্রভৃতি। এছাড়াও বিএলআরআই-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে নিজ নিজ কর্মসূচি পালন করে।

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত 'প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২'-এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধনের পরে প্রদর্শনী ও বিএলআরআই-এর স্টল ঘুরে দেখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি। এসময় বিএলআরআই-এর স্টলে ও অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা, (রু.দা.) ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।দিনব্যাপী চলা এই প্রদর্শনীতে সারা দিনই বিএলআরআই-এর স্টলে দর্শনার্থীদের ভীড় ছিলো চেখে পড়ার মত। এসময় দর্শনার্থীরা বিএলআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে উপস্থিত বিজ্ঞানীর নিকট জানতে চান এবং পরামর্শ করেন এবং বিএলআরআই-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের লিফলেট গ্রহণ ও ম্যানুয়াল সংগ্রহ করেন।

বিএলআরআই এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়। রাত ১২.০১

ঘটিকায় একুশের প্রথম প্রহরে সাভার উপজেলায় অবস্থিত স্বাধীনতা চত্বরের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই কর্মসূচি শুরু হয়। বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের নেতৃত্বে এসময় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন। সকাল ৬.৩০ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। বাদ জোহর ইনস্টিটিউটের জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন ইনস্টিটিউটের সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

বিএলআরআই-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালিত

গত ১৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালিত হয়।দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর পক্ষ থেকে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকাল ৬.০০ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালকসহ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে অস্থায়ী বেদিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সকাল ১০.০০ টায় ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। শুরু হয় প্রতিযোগিতায় মোট দুইটি গ্রুপে শূন্য থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

বেলা ১১.০০ ঘটিকায় চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে শুরু হয় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। আলোচনায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. রেজিয়া খাতুন। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও জাতীয় শিশু দিবসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. সাজেদুল করিম সরকার এবং শিশুর স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টি ও খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রু: দা:) ও প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বিপ্লব কুমার রায়। এছাড়াও আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) রু.দা. ড. নাসরিন সুলতানা।

প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। জাতির পিতার শৈশব ও জীবনের নানা ইতিহাস তুলে ধরার পশাপাশি প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন স্বভাবজাত নেতা, নেতৃত্বের গুণ তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল খুব ছোট থেকেই। একই সাথে অধিকার আদায়েও তিনি ছিলেন সবার আগে। বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে শিশুদের প্রতি ছিলো অপরিসীম প্রেম। শিশুদের কল্যাণেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর তাই তো তাঁর জন্মদিনেই পালন করা হয়ে থাকে জাতীয় শিশু দিবস, যাতে করে এদেশের সকল শিশু তাঁর আদর্শ ধারণ করে বড় হয়ে উঠতে পারে। একই সাথে তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার গুরুত্ব ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সব সময় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন।

এর আগে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানের পূর্বে মহাপরিচালক মহোদয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। মাহফিলে বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনার পাশাপাশি দেশের সকল শিশুর উজ্জ্বল, নিরাপদ ও সুখী-সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

দিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিলো বিএলআরআই এর প্রধান ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে আলোকসজ্জাকরণ এবং বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থিত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিএলআরআই তে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২২ উদযাপিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২২।মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) রু.দা. ড. নাসরিন সুলতানাসহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মহুতি দেওয়া শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে বিএলআরআই এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

"Sustainable Livestock and Poultry Production: Challenges and Strategies" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর আয়োজনে "Sustainable Livestock and Poultry Production: Challenges and Strategies" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা গত ২৯ মার্চ, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে যৌথভাবে বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয় সাভারে ও জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব সুবোল বোস মনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. এম এ এম ইয়াহিয়া খন্দকার। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াত ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সকাল ৯:০০ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএলআরআই এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) রু.দা. ড. নাসরিন সুলতানা। সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় টেকনিক্যাল সেশন। সেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর পশু পালন অনুষদের ডীন ও ডীন'স কাউন্সিলের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া ও সহ-সভাপতি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর প্রাণিসম্পদ বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। উল্লিখিত টেকনিক্যাল সেশনে কানাডা, ভারত, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা ছয়টি গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। টেকনিক্যাল সেশনের শেষে বিএলআরআই এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

"গবেষণা পরিচালনায় প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত'গবেষণা পরিচালনায় প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আজহারুল আমিন, অতিরিক্ত পরিচালক, বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ড. নাসরিন সুলতানা, পরিচালক গবেষণা (রু.দা.) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক, পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প।

বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ধামরাইয়ের শরীফবাগ গ্রামে বাস্তবায়নাধীন 'বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় ১৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে। ধামরাই শরিফবাগ শরিফুন নেসা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রযুক্তি পল্লীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। এসময়ে কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রযুক্তি পল্লীর উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

পবিত্র কুরআন হতে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এর পর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুঃ দাঃ) এবং প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বিপ্লব কুমার রায়।

স্বাগত বক্তব্যের পরে মূল প্রবন্ধ এবং বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর উপরে ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর প্রধান গবেষক ড. রেজিয়া খাতুন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর সরাসরি উপকারভোগী দুইজন খামারি এবং বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর সফলতা দেখে খামার তৈরিতে উৎসাহ প্রাপ্ত একজন উদ্যোক্তা বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার বলেন, আমি সব সময় বলি যে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই আজকে আমাদের বাংলাদেশের কৃষির অগ্রযাত্রা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এদেশের কৃষিকে যদি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো না যায়, তবে কোন উন্নয়নই টিকে থাকবে না। যার জন্য জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই কৃষির উন্নয়নের উপরে জোর দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল আধুনিক কৃষি. উন্নত ব্যবস্থাপনা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। আমরা যে সবুজ বিপ্লবের কথা বলি তা কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরপরই করেছিলেন।

সভাপতির ভাষণে বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সুখী সমৃদ্ধ এবং মেধাসম্পন্ন জাতি গঠন করতে হলে প্রাণিজ আমিষের কোন বিকল্প নেই। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছে। উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হলে তখন মানুষের চাহিদার মধ্যে অন্যতম গুরুত্ব পাবে নিরাপদ খাদ্য। আমাদের এই প্রযুক্তি পল্লীতে খামারিরা কিছু প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আমরা নিরাপদ গরুর মাংস এবং মুরগির মাংস বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) রু.দা. ড. নাসরিন সুলতানা। এছাড়াও এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালকসহ বিএলআরআই-এর অন্যান্য ঊর্দ্ধতন বিজ্ঞানীবৃন্দ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে শরীফবাগ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাছাই করা মোট ৫০ (পঞ্চাশ) জন খামারি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে নির্বাচিত খামারিদের মাঝে মুরগির বাচ্চা এবং ছাগল ও ভেড়ার বাচ্চা বিতরণ করা হয়।

গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে খামারী মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

গত ১৫ জানুয়ারি-২০২২ খ্রি. তারিখে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প, বিএলআরআই কর্তৃক বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকারী খামারীদের নিয়ে মাঠ দিবস পালিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, উপপরিচালক (কৃত্রিম প্রজনন), ড. গৌতম কুমার দেব, প্রকল্প পরিচলক, বিএলআরআই, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং ইনচার্জ, রাজশাহী ছাগল উন্নয়ন খামার। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী জনাব ড. মো.আজহারুল ইসলাম তালুকদার। মাঠ দিবসে তিনজন সফল ছাগল পালনকারী খামারী তাদের সাফল্যগাথা, অর্জন ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ তুলে ধরে বিদেশি জাতের ছাগল দিয়ে এই অনন্য জাতটিকে সংকরায়ন না করার জন্য খামারীদের সচেতন করার পাশাপাশি এই জাতটি সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখার আহবান জানান। প্রকল্প পরিচালক এই খামারী মাঠ দিবস অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যারা পরিশ্রম ও সহযোগীতা করেছেন সকলকে ধন্যবাদ জানান।

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন" শীর্ষক খামারী মাঠ দিবস উদযাপিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রে গত ১০/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ খামারী মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বিএলআরআই-এ চলমান "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা" প্রকল্পের আয়োজনে এই খামারী মাঠ দিবস পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা জনাব ডা: সুখেন্দু শেখর গায়েন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব আজহারুল আমিন। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও জেলা প্রাণিসম্পদ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা। এছাড়াও বিএলআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় শিক্ষক ও সচেতন সমাজের সদস্যসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় সাংবাদিকগণ মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: জিল্লুর রহমান। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা করেন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ। প্রকল্প পরিচালক মাঠ দিবসে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও খামারী ভাই বোনদের তাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য মহাপরিচালক, বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র যশোর, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগের সকল বিজ্ঞানী, কর্মচারী ও প্রকল্পের সকল কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে খামারিদের মাঝে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের সুফল, অর্থনৈতিক সাফল্য, এই জাতের ছাগল পালনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়সহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের গুরুত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই-এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ আমাদের দেশীয় সম্পদ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সংকরায়ন না করে এই জাতের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। মাঠ দিবসে প্রকল্পের সুফলভোগী তিন জন গবেষণা সহযোগী খামারী ছাগল পালনে তাদের অভিজ্ঞতা ও সফলতার কথা তুলে ধরেন।

খামারিদের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনে উৎসাহিত করতে এই আয়োজন করা হয়। মাঠ দিবসকে কেন্দ্র করে বিএলআরআই-এর যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্র সেজে উঠেছিল উৎসবের আবহে। সকাল থেকেই খামারিরা অনুষ্ঠান স্থলে জমা হতে থাকেন। করোনা পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি মেনে প্রায় ৩০০ (তিন শত) জন খামারি নিয়ে আয়োজন করা হয় এই খামারী মাঠ দিবসটি।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পরিদর্শন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন ১৮.০২.২০২২ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পরিদর্শন করেন "গবাদিপ্রাণি পালন ও ব্যবস্থাপনা" "গরুর আধুনিক খামারে জীবনিরাপত্তা জুনোটিক ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারি প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময়ে তিনি গবেষণা খামারের গবেষণা কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রাণীর সেড পরিদর্শন করেন এবং গবেষণা, অফিস এছাড়াও খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন ড. পারভীন মোস্তারী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ, ড. গৌতম কুমার দেব, প্রকল্প পরিচালক মহিষ উন্নয়ন ও গবেষণা প্রকল্প, ড. মোঃ আবদুস সামাদ, প্রকল্প পরিচালক, জুনোসিস ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও গবেষণা প্রকল্প। এছাড়াও বিএলআরআই, সাভার ঢাকা হতে আগত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.তারিখে হতে ধামরাই উপজেলার শরীফবাগ গ্রামে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ চলমান "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প" এর অর্থায়নে "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক তিন দিন ব্যাপী একটি খামারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ। এই প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ৬০ জন খামারি কে বাংলাদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, সঠিক সময়ে প্রজনন, রোগবালাই ও চিকিৎসা সহ ছাগল পালনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে হাতে কলমে শেখানোর মাধ্যমে তিন দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে। অনুষ্ঠানের সমাপনী আয়োজনে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও সম্মানী ভাতা বিতরণ করেন অত্র ইনস্টিটিউট এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা। তিনি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের লাভজনক দিক গুলো উল্লেখ করে খামারিদের কে ছাগল পালনে উৎসাহিত করেন।

"গ্রীনওয়ে বিজনেস" মোবাইল অ্যাপস এর ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১০/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ঢাকার ধামরাই উপজেলার শরীফবাগ গ্রামে অবস্থিত বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর নির্বাচিত ৩০ জন খামারিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় খামারিবান্ধব "গ্রীনওয়ে বিজনেস" মোবাইল অ্যাপস এর ব্যবহার শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এসময় তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও লক্ষ্যমাত্রা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১' ভূমিকা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।

দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে খামারিদের হাতে কলমে গ্রীনওয়ে অ্যাপসটি ডাউনলোড ও ইন্সটল করার পদ্ধতি, অ্যাপসটি ব্যবহারের নিয়ম-কানুন, অ্যাপস ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরা হয়। বিএলআরআই-এর একটি উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে খামারিবান্ধব এই অ্যাপসটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই অ্যাপসের মাধ্যমে খামারিরা সরাসরি তাদের উৎপাদিত প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বিক্রি করতে পারবেন এবং গ্রাহক সরাসরি খামারির কাছ থেকে তার কাঙ্খিত পণ্যটি কিনতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাহাড়ি এলাকায় ছাগল ও ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনায় বিএলআরআই এর উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার

গত ১৮.০৩.২০২২ খ্রীঃ তারিখে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবানে "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাহাড়ি এলাকায় ছাগল ও ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনায় বিএলআরআই এর উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নাসরিন সুলতানা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) বিএলআরআই। এরপর মহাপরিচালক মহোদয় গবেষণা খামার পরিদর্শন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

গত ২১ জানুয়ারি-২০২২ খ্রি. তারিখে রংপুরের গঙ্গাচড়ায় সুবিধাভোগী ৫০ জন খামারির বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তি হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোঃ সিরাজুল হক, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. গৌতম কুমার দেব, প্রকল্প পরিচালক, মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা এবং ডা. মোঃ জোবাইদুল কবীর, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা , রংপুর। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোঃ নুরুল আজিজ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গঙ্গাচড়া, রংপুর।

উপদেষ্টা
ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. নাসরিন সুলতানা
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম